পোড়া মাটির কাব্য

মাহমুদা রুনু

কবিতার শব্দগুলো
হারিয়ে যাচ্ছে অজানায়
অকাল মৃত্যুর শবের মিছিলে ।
শব্দেরা ক্ষুব্ধ, কবিতা অশান্ত
অব্যক্ত বেদনার অবোধ নিখিলে ।
গভীর ভালোবাসার প্রাঙ্গন
যেন অনাচারের অবাধ অঙ্গন ।
যেন এক সংঘবদ্ধ ধংসযজ্ঞের উন্মুক্ত ভুমি ।
ইচ্ছে করলেই যেখানে গনপিটুনির মতো
ভয়ঙ্কর হত্যাযজ্ঞ সম্ভব, বিচারহীন অহমীকায় ।
বাসের হেল্পার ৪১টি শিশুকে হত্যা করে এক লহমায়
লাইসেন্সবিহীন গাড়িচালকের ভুমিকায় ।
৪১টি মায়ের বুক এক একটা হাহাকারের হিমালয় ।
প্রশাসনের ত্বড়িৎ ভাষ্য “তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে.....।“
গাড়িচালক পলাতক অথবা বজ্রআটুনী ফস্কাগেড়োর বাঁধনে বেধেছে ।
ধীক ! ধীক ! শতধীক ! প্রশাসন আর রাষ্ট্রনীতি ।
গঠনতন্ত্রের গৎবাধা গীতি ।
পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকতে
নিয়মিত ডুবছে । মৃত্যু যেন ওত পেতে বসে থাকে
চোরাবালিতে ।
ডুবে যায় দেশের কৃতি সন্তানেরা গুপ্ত খালের বাঁকে ।
যে আবিদ তরুন প্রজন্মকে নিয়ে যায় রবীন্দ্রনাথের ধারায়
আমাদের মনের আসনে পেতে নেয় আসন তারায় তারায় ।
নিমেষের নির্মম অনিরাপত্তায়
সে এখন সুদুর আকাশের তারকা, অকাল মৃত্যু গোনায় ।
গ্যাছে আমার ভাই - সেই উত্তাল উন্মাতাল ঢেউয়ে ভেসে
যে মৃত্যু এখন আমাদের প্রতিদিনের দীর্ঘশ্বাসে মেশে
ক্ষোভে বেদনায় প্রতিক্ষনের বিদ্বেষে ।
আল্লার ওয়াস্তে চলছে সৈকতকে ঘিরে
রিয়েল এস্টেট বানিজ্য ।
মানুষের জীবন সেখানে অতি তুচ্ছ অন্যায্য ।
দৈর্ঘ্য প্রস্থে দৃশ্যমান আবাসনের দৌড়াত্মে গৌন প্রানের নিরাপত্তা ।
মৃত্যু মৃত্যু খেলার যজ্ঞে মানুষ এখন কষ্টের প্রকোষ্টে বাধা ।

তবুও সৈকত ডাকে অবুঝ মানুষের প্রান
অনিরাপদ আনন্দের প্রহসনে অবিরাম ।
তিনটি মেধাবীপ্রান শব হোয়ে ঘরে ফেরে
মায়েরা হোয়ে যায় শোকের পাথর, শুন্য নীড়ে ।
তারপর আবার মৃত্যু, আবার
সেই ঘাতক বাস, সেই সড়ক দুর্ঘটনা আবার
সেই অনভিজ্ঞ গাড়িচালক ।
মন্ত্রির তদবিরে পাওয়া লাইসেন্স নিয়ে
আজরাইলের পরিচালক ।
হত্যা করলো আমার দেশের দুই দিগন্তের কীর্তিমান,
দুজন প্রকৃত স্বদেশীকে ।
যাদের যুদ্ধ ছিল ক্যামেরাকে ঘিরে
যে কীর্তি স্বদেশকে নিয়ে গ্যাছে অনেক উপরের দিকে
হিমালয়ের সীমানা ছেড়ে ।
তারা এখন শুধুই ছবি,সৃতিপটে আকা ।
একটা বুলেট হত্যা করে একটি মানুষ
আর একটা অবৈধ লাইসেন্স হত্যা
করে অগনিত মানুষ ।
তারেক মাসুদ, মিশুক মুনির ক্যামেরা-মুক্তিযোদ্ধা ।
আহারে ! আহারে পোড়া মাটির তামাটে দেশের
সোনার ছেলে । আহারে ! আহারে! অনিরুদ্ধ বোদ্ধা ।
একশ বছরের একাগ্র সাধনায় কি
পাওয়া যায় এমন মানিক ?
নাকি এক সমুদ্র পানি সেচে আনা যায় এমন মানিক ?
এই পোড়ামাটিকে ধরতে হয় এমন লাশ ! আহারে মানিক!
এমন লাশের সামনে দাড়িয়ে
প্রশাসনের নির্বিকার মন্তব্য “তারেক মাসুদের গাড়ী রং সাইডে ছিল.....।।“
স্বজনের মাঝে যেন অশনি সংকেতে বজ্রপাত এলো !!!!
ধীক ! ধীক প্রশাসন! ধীক সংসদ! ধীক রাজনীতি!
শতধীক শতধীক জনপ্রতিনীধি ।
যাদের পৃষ্টপোষকতার আস্ফালনে
ধংস হোয়ে যায় অকালে আমার স্বদেশ, আমার সমাজনীতি ।
আহারে আমার প্রানের পোড়ামাটি !
আহারে আমার কবিতার শীতলপাটি !

আমি কবি হোতে চেয়েছিলাম
আমার দেশের মাটির ।

আমার অনন্ত আশার মহাসমুদ্রে
ছিল আমার দেশের প্রগতির এক সুনন্দ সাম্পান ।
এখন তা ডুবে গেছে হতাশার অন্ধ চোরাবালির গভীরে।
আমার কাছে প্রেম আমার স্বদেশ ।
আমার লেখার সমস্তটাই স্বদেশ ।
এখন আমি কি নিয়ে লিখবো ?
অনাচার, অবিচার, অরাজকতায় নিমজ্জিত
পোড়া মাটিকে নিয়ে কি কবিতা হয় ??????

১৬ অগাষ্ট ২০১১